টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
দাদাঠাকুর)

শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন
সর্ব্বপ্রকার শাল, আলোয়ান, র‍্যাগ, খদ্দর চাদর এবং গরম কোট ও সার্টের কাপড় আসিয়াছে।
বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিন্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।
মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৪ঠা ফাল্গুন বুধবার, ১৩৭৭ ইং 17th Feb. 1971 | ৩৮-শ সংখ্যা

দীপ্তি লণ্ঠন
ওরয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

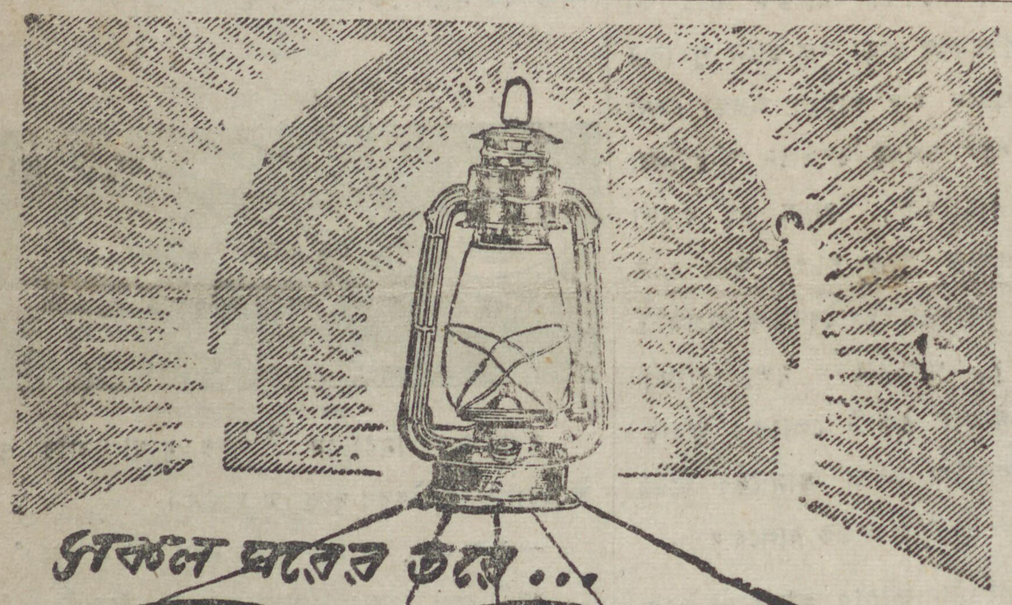

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ

ষ্টার ও প্যাগোডা ব্র্যাণ্ডের
সর্ব্বাধুনিক ডিজাইনের সকল রকম কার্ডের বিরাট সমাবেশ।
॥ পণ্ডিত প্রেস ॥
রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ
শুভ বিবাহে

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

ভোট ভিক্ষা করে সবে
দ্বারে দ্বারে ফিরি,
তক্তে ব'সে করবে শেষে
দন্ত কিড়িমিড়ি।

—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ 'গেল!' ॥

পশ্চিমবঙ্গের মাথায় একাধিক 'ডেমোক্লিসের খড়্গ' ঝুলিতেছে। শুধু ঝুলিতেছে নয়; পড়িল বলিয়া। আর ইহার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মৃত্যু ঘোষিত হইতে দেরী নাই। এই রাজ্যের শিল্পব্যবস্থায় চলিয়াছে দীর্ঘদিনের টানাটানি। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ব্লাসট ফারনেসের কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার অনিবার্য পরিণাম অপরাপর ইউনিটগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে। আর তাহাতে ইস্পাত উৎপাদন প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হইবে। খবরে প্রকাশ যে, শ্রমিক বিরোধ মিটাইবার জন্য লেবার কমিশনারের নির্দেশক্রমে সহকারী শ্রমকমিশনার শ্রমিক ইউনিয়ন ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে বৈঠক ডাকা হয় তাহা ফলপ্রসূ হয় নাই।

কলিকাতার শিল্পাঞ্চল এখন আর সরগরম নয়। এখানকার কারখানাগুলি বন্ধ হইতেছে। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির অনিশ্চয় ভবিষ্যৎ। লক-আউটের কারণ একাধিক। প্রথমতঃ শ্রমিক অশান্তি। মালিক-শ্রমিক বিরোধ আজিকার ঘটনা নয়। আগে তাহা মিটিয়াছে; উৎপাদনও হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে এই বিরোধ প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকে সমূলে বানচাল করিয়া দিতেছে। ইহা ছাড়াও কারখানার পরিচালনাগত ত্রুটিও বহু অশান্তি আনিতেছে। উৎপাদন অব্যাহত রাখিতে চাই উপযুক্ত অর্থ, চাই কাঁচামাল আর চাই শিল্পোৎপাদনে আধুনিক প্রণালীর প্রয়োগ। কিন্তু এখানে এই সবের ব্যত্যয় রহিয়াছে। সবার উপরে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন, অন্যান্য রাজ্যের বেলায় তেমন নয়। কেন্দ্রীয় সরকার অন্যত্র যেমন আর্থিক আনুকূল্য প্রদান করেন, এ রাজ্যের ব্যাপারে তাহা হয় না কেন? এখানে যে শিল্প মুমূর্ষু হইয়া উঠিতেছে, তখন কেন্দ্র অপর কোনও রাজ্যে একই শিল্পের কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইতেছেন। ফলে রাজ্যের অর্থনীতিতে যে একটা প্রচণ্ড চাপ পড়িবে তাহা দেখিবার কোন লক্ষণও নাই। ইহা অপেক্ষা মর্মান্তিক আর কী হইতে পারে? পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য স্থানে পুরাতন কোন শিল্পের প্রতিষ্ঠানে যদি খারাপ অবস্থা দেখা দেয়, কেন্দ্রীয় সরকার তখনই সেখানে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন তাহা বাঁচাইতে; অথচ এই রাজ্যে সেরূপ অবস্থায় শুধুমাত্র 'আহা-হা-হা' শুনা ছাড়া আর কিছু হয় না। ভারতরাষ্ট্রের বৈষয়িক অগ্রগতি কি এইভাবে চলিবে? পশ্চিমবঙ্গের গলা চাপিয়া ধরিয়া, এখানকার আড়াই কোটি লোকের ক্ষুধার অন্ন ক্রমে ক্রমে কাড়িয়া লইয়া আমাদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে পাগল ছাড়া আর কে বলিবে?

কোন বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাহার আয়তনের সঙ্গে সমতা রাখিয়া উৎপাদন করিবে। ইহা স্বাভাবিক কথা। কিন্তু প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদন সীমিত রাখিতে বলার মধ্যে যে যুক্তিই থাক, অর্থনীতির দিক দিয়া তাহা অপরিনামদর্শিতার পরিচয়। কিন্তু এই রাজ্যে তাহাও দিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট করিয়া বলিলেই পারেন কিংবা একটি বিল পাশ করাইলেই পারেন যে, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন করিতে দেওয়া হইবে না; অন্যান্য রাজ্যকে সেই সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। বিল পাশ হওয়ার কোন আশঙ্কা নাই। কারণ দু'চার জন চেঁচামিচি করিলেও বিল পাশ হইবে।

আমাদের রাজনৈতিক দলসমূহের মহাপ্রভুরা পশ্চিমবঙ্গের কঙ্কালের উপর নৃত্য করুন। যখন সময় আসিবে তখন কয়েক টুকরা হাড্ডি ছাড়া এই রাজ্যের আর কিছু পাইবেন না। দল-কোন্দল, নির্বাচনী লড়াই সব চলিতে থাকুক। আর তলায় তলায় রাজ্য মৃত্যুপথযাত্রী হউক। সে মৃত্যু হইতে আর তাহাকে ফিরান যাইবে না।

দুর্গাপুরের শ্রমিক অশান্তিতে ইস্পাত উৎপাদন বন্ধ হউক। সহানুভূতি ও আনুকূল্য অভাবে কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের কারখানাসমূহে তালা দেওয়া হউক। অসংখ্য বেকারের মাঝে আর হাজার হাজার কর্মী বেকার হইয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করুক। রাজ্যের প্রাণবায়ু বাহির হউক। শুধু অব্যাহত থাক দলীয় ঝগড়া, আর ঘৃণ্য রাজনীতি। কেন্দ্রীয় সরকার কি চান যে ভারতের মানচিত্র হইতে পশ্চিমবঙ্গ নামে কোন রাজ্য থাকিবে না?

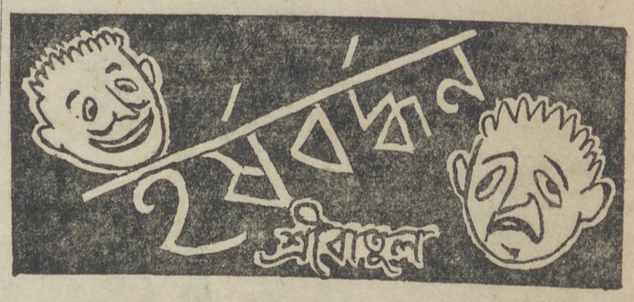

বরানগরের নির্বাচনে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীজ্যোতি বসু দ্বৈরথ যুদ্ধে নেমেছেন।

—শুক বলে, 'আমার অজয় নামে কী মহিমা!'
শারী বলে, 'জ্যোতি আমার দিচ্ছে বেঁধে সীমা।'
—দু'য়ে মিল্‌ছে ভালো!

* * *

বারিপদার খবর: বাইসিংহ বিধানসভা কেন্দ্রে নির্দলীয় হিসাবে শ্রীরঘুনাথ দাস ও তাঁর সহধর্মিণী সমরে অবতীর্ণ।

—কে কাকে কাৎ করেন দেখা যাক!

* * *

'নির্বাচন হবে, অথচ অশান্তি গেল না এ রাজ্য হতে।' —অনেকের চিন্তা।

—শান্তির স্বরূপ ধারণ করেও হচ্ছে না—না?

* * *

'ইসলামাবাদে ভারতীয় দূতাবাসে হামলা'—সংবাদ।

—নূতন কোন জিগির তুলে নিশ্চয়ই।

* * *

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার জের

'ভোট দেবার সময়ে ঘুষ বা অন্য কোনও প্রলোভনে ভুলবেন না'—মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার প্রচারিত।

প্রলুব্ধ হয়েই ত এই ভোটরঙ্গ।

* * *

বলা হয়েছে দরকার হলে ভোটের পরেও পশ্চিমবঙ্গে মিলিটারি থাকবে। কাতুখুড়ো মন্তব্য করলেন

—যুগ যুগ জিও বাবা!

বোমা বর্ষণ

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় জিয়াগঞ্জ বেগমগঞ্জে সি পি, আই (এম) এর মিছিলের উপর পর পর দুইটি বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পুলিশের ধারণা উক্ত ঘটনাটি নকশালদের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। সঠিক কিছু জানা যায় নাই। কারণ এখনও কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই বলিয়া প্রকাশ। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ মিছিলের তিনজন ব্যক্তি আহত হইয়াছে। কাহারও আঘাত গুরুতর নহে বলিয়া জানা গিয়াছে।

জঙ্গিপুর মহকুমা দৌড়-ঝাঁপ প্রতিযোগিতা

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কে জঙ্গিপুর মহকুমা দৌড়-ঝাঁপ প্রতিযোগিতা বিপুল উৎসাহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এই ধরণের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এখানে অনেকদিন হয় নি। এই শুভ প্রচেষ্টার মূলে ছিলেন সুচিকিৎসক ও জঙ্গিপুর পৌরসভার পৌরপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও স্থানীয় কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি। গৌরীপতি বাবু এই প্রতিযোগিতার জন্য যাবতীয় ব্যয় ব্যক্তিগতভাবে বহন করেন।

খেলাধুলা ও শরীরচর্চ্চা শরীর গঠন ও মানস গঠনের অপরিহার্য অঙ্গ। জঙ্গিপুরের জনজীবনে খেলাধুলার রূপ বড় ক্ষয়িষ্ণু, আর শরীরচর্চ্চার যেটুকু আয়োজন দেখা যায় তাও অনুল্লেখ্য। মানুষের জীবনে বিত্তের অভাব ঘটতে পারে কিন্তু চিত্তের সংকীর্ণতা জাগা সমর্থনযোগ্য নয়। স্থানীয় যুবগণের মনে সেই সংকীর্ণতা দেখা যাচ্ছে। যুগ-মানসে হতাশা ও বিশৃংখলার ছাপ স্পষ্ট হলেও তার নিকট যুবকগণের আত্মসমর্পণ ও তাদের পশ্চাদ্‌মুখীনতা নিশ্চয়ই অভিপ্রেত নয়। বরং আরও বেশী করে প্রয়োজন মানসচর্চ্চার ও খেলাধুলার অনুশীলন। জঙ্গিপুরের জনজীবনে এ ধরনের চর্চ্চা আরও ব্যাপকতরভাবে অনুষ্ঠিত হবে প্রত্যাশা করি।

মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসভার ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা

পার্শ্ব বর্ণিত লোকসভার ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের তালিকা ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ তারিখ হইতে জনসাধারণের অবগতির জন্য জেলা শাসকের অফিসে চূড়ান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

৭—জঙ্গীপুর লোকসভা কেন্দ্র		
৮—মুর্শিদাবাদ	”	”
৯—বহরমপুর	”	”

উক্ত তালিকা জেলা শাসকের অফিসে সকাল ১০টা হইতে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত দেখা যাইবে।

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য অফিস।

পরলোকগমন

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার কলিকাতার "আর্ট ইউনিয়ন" নামক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের অন্যতম স্বত্বাধিকারী অনিলকুমার রায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার অমায়িক মধুর ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, পুত্র কন্যা, তিন সহোদর ভ্রাতা ও বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরিবার-বর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

গত ২রা ফাল্গুন সোমবার দফরপুরের স্বর্গীয় পঙ্কজকুমার দাস মহাশয়ের প্রথমা পত্নী যশোদারাণী দাসী ৬০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। কিছুকাল হইতে তিনি জটিল ব্যাধিতে ভুগিতে-ছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

গত ৩রা ফাল্গুন মঙ্গলবার দুপুরে বালিঘাটার অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৭০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি তিন পুত্র, এক কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার স্বজনগণের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

Applications are invited from the B. A. candidates within 7 days for deputation vacancy.

Secy, Banshabati High School.
P. O. Banshabati,
Murshidabad.

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই মার্চ্চ, ১৯৭১

১০ মনি/৭০ ডিঃ রত্নাকর ঘোষ দেঃ রাসবিহারী ঘোষ দাবি ৪৯৫-৫৫ থানা সুতী মৌজে আহিরণ ৩০৫ শতকের কাত ২৮ তন্মধ্যে ঐ অংশে ১০২ শতক হারাহারি খাজনা ৩৲৩ আঃ ১০০৲ রায়তী স্থিতিবান।

১৯ স্বত্ব/৭০ ডিঃ গোলেসান বিবি দিং দেঃ আয়েসা খাতুন দিং দাবি ১১০৭-৮৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাটনাই ৩-৬০ শতকের কাত ৬-৬৪ আঃ ৫০০৲ খং নং ৮৫ রায়তী স্থিতিবান ২নং লাট থানা ঐ মৌজে বৈদপুর ২২ শতকের কাত ॥৵০ আঃ ১০০৲ খং নং ১৭০

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

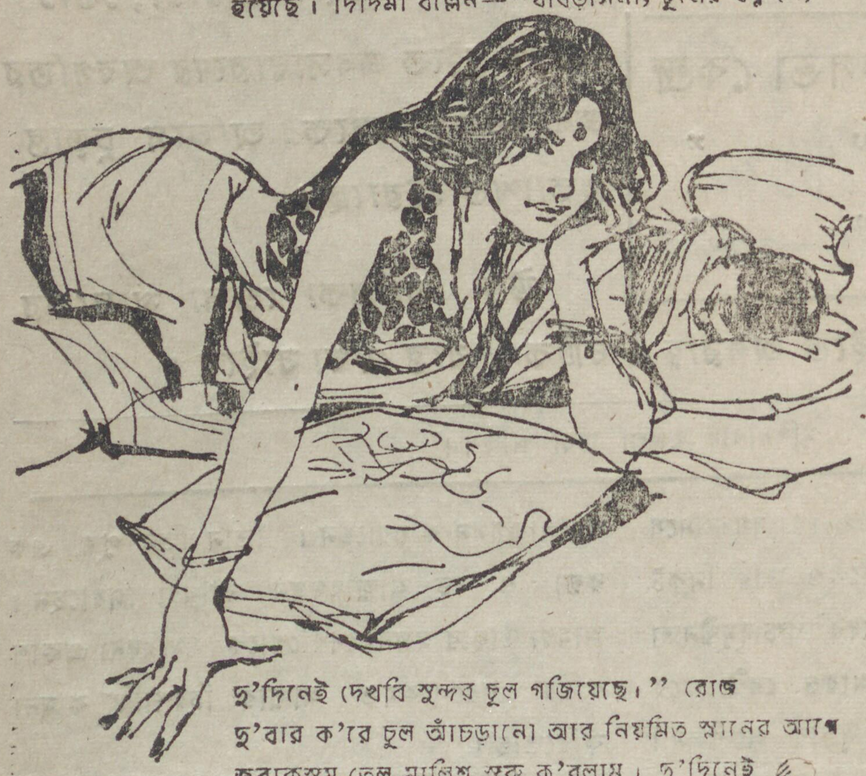

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লি
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—*শ্রীনবীগোপাল সেন*, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের আবেদন

প্রকৃতপক্ষে আপনারাই শাসক

আসন্ন নির্বাচনে—

১। আপনার ভোট দিতে ভুলবেন না।

২। কোন ভয় বা পক্ষপাতিত্ব না করে, আপনার মনোমত প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিন।

৩। কোন বলপ্রয়োগ বা ভীতিপ্রদর্শন অথবা হুমকিতে ভয় পাবেন না।

৪। যদি কেউ আপনাকে ঘুষ বা কোন বেআইনী পুরস্কার দিতে চায়, তবে সে আপনাকে মানুষ হিসাবে, ভারতবর্ষের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে, অপমান করছে।

৫। কোন ব্যক্তির দেওয়া কোন গাড়িতে চড়ে ভোটদান কেন্দ্রে যাবেন না, কারণ ভোটদানকেন্দ্র আপনার বাসস্থান থেকে সওয়া এক মাইলের (দুই কিলোমিটারের) মধ্যে। আমাদের প্রত্যেকে এইটুকু পথ অনায়াসেই হেঁটে যেতে পারি।

আপনারা যদি ভোট দিয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচিত করেন তবে দেশের যোগ্য সন্তানেরাই হবেন আমাদের জাতীয় সংসদ ও রাজ্য বিধানসভার সদস্য এবং আমাদের সরকারও হবে ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সেবা ও মঙ্গলের কাজে উৎসর্গীকৃত সত্যিকারের একটি ভাল সরকার।

(মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের আবেদন থেকে উদ্ধৃত)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

* আই, সি, আই পেইন্ট
* মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
* যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
* ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।
* শালিমার কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার রং এ বিশেষ কমিশন সহকারে সরবরাহ করা হয়।

বিক্রেতা :—

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর্স

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

ফোন নং বহরমপুর ২১৯

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আসন্ন নির্বাচনে

আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

—অবনীকুমার রায়

নির্বাচন আগত প্রায়।

দেওয়ালে কোথাও লেখা দেখ্‌ছি—'অবিলম্বে নির্বাচন চাই'; আবার কোথাও লেখা আছে—'নির্বাচন বয়কট করুন'। আমরা বিভ্রান্ত।

তবু নির্বাচন হবে। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য সরকার যথাসাধ্য ব্যবস্থা ক'র্‌তে চেষ্টা ক'রছেন,—পুলিশ দিয়ে, মিলিটারি দিয়ে।

গণতান্ত্রিক দেশে এটা নিশ্চয়ই সুষ্ঠু ব্যবস্থা নয়। কিন্তু উপায় কি? যেখানে, বিশেষ বাংলাদেশে, রাজনৈতিক হানাহানি পূর্ণ-উদ্যমে চ'লেছে, দিনের পর দিন রাজনৈতিক হত্যার বিরাম নাই, নির্বাচন প্রার্থীরা একটি একটি ক'রে নিহত হ'তে আরম্ভ ক'রেছেন, সেখানে পুলিশ আর মিলিটারি ছাড়া উপায় কি?

এ ছাড়া সারা ভারতবর্ষে দলের পর দল গজাচ্ছে—কতো তার নাম।

খণ্ডিত বাংলাদেশে আরো বেশী। এ যেন 'বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি।' দলীয় স্বার্থ ছাড়া এঁদের আদর্শ কি তা আমরা কিছুই বুঝি না। শুধু দল রক্ষা, গদীলাভ। আসন ভাগাভাগিতে ব'ন্‌লো না। অতএব রাতারাতি এক দলের সভ্য ভিড়ে প'ড়লেন অন্য দলে। দেশ চুলোয় যাক্, আমাদের গদীলাভ হ'লেই হ'লো। এই সব কারণেই আজ দেশে সত্যিকারের দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ নেতাজীর মতো নেতার একান্ত অভাব। তাই তেইশ বছর স্বাধীনতা পাবার পরও, চার্‌চার্‌টে নির্বাচন হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের, জনসাধারণের দুর্ভোগ বেড়েছে বই কমে নি। চাল-তেল-ডাল-নুন-মাছ-মাংস তরিতরকারি সবই ঊর্দ্ধমুখী। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী আজ দিশেহারা; সংসার চালাতে হিম্‌শিম খাচ্ছেন। বড়োলোক আরো বড়োলোক হ'চ্ছেন, গরীব আরো গরীব।

তবু নির্বাচন চাই। গণতান্ত্রিক দেশ আমাদের।

সরকার শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা ক'র্‌ছেন বটে; কিন্তু ভোটারদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থাই সরকার ক'র্‌তে পার্‌বেন না। করা সম্ভবও নয়। যাঁরা এক মাইল দূর থেকে ভোট দিতে আস্‌বেন, পথে কোন বিপদ হলে, তাঁকে রক্ষার কোন ব্যবস্থা করা কি সম্ভব? কথাটা চিন্তা করার মতো নয় কি?

তবু ভোট হবে, এবং ভোট দিতে আমাদের যেতে হবে। এ আমাদের জাতীয় কর্তব্য। কিন্তু ভোট দেবো কাকে? সব দলই তো ব'ল্‌বে, 'ভোট কর্‌ অমুক। আমরা গদীপেলে তোমাদের স্বর্গসুখ এনে দেবো।' এর আগেও অন্ততঃ চারবার আমরা এ প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। কিন্তু কার্যতঃ কতো সুখী যে হ'য়েছি তা আমরা সবাই জানি।

তবু নির্বাচন হবে। আর সবাই যে জয়ী হবে না তাও ঠিক। পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার ৪০টি আসনের জন্য প্রার্থী ১৯৫ জন। আর বিধান সভার ২৮০টি আসনের জন্য প্রার্থী সংখ্যা প্রায় বারশো।

এই প্রার্থীসমুদ্র থেকে রত্ন খুঁজে বার করা, খুব সহজ না হ'লেও আমাদের তা কর্‌বার্‌ জন্য অবশ্যই চেষ্টা ক'র্‌তে হবে।

আমরা, যাঁরা তথাকথিত শিক্ষিত, তাঁদের নিজস্ব চিন্তাধারা আছে। তাঁরা প্রার্থী নির্বাচনে নিশ্চয়ই তাঁদের চিন্তাধারাকে কার্যকরী ক'র্‌বেন। কিন্তু যে দেশে শতকরা ৭০ জনেরই আক্ষরিক জ্ঞান পর্যন্ত নাই সে দেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন সার্থক হওয়া কি সম্ভব? তবু আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তাই, শুধু শ্লোগান না দিয়ে একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে কাদা না ছিটিয়ে অ্যামেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দল যেভাবে দলের নীতি ব্যাখ্যা ক'রে ভোটদাতাদের চিন্তার খোরাক্ যোগান, আমাদের দেশের দলগুলিও সেইভাবে ভোটারদের চিন্তার খোরাক্ যোগাবেন কি?

মোট কথা, আমরা রাজপ্রাসাদ চাই না, পোলাও কালিয়াও খেতে চাই না, মোটর গাড়ীও চ'ড়্‌তে চাই না। আমরা চাই 'সরল জীবনখানি করিতে যাপন'—মোটা ভাত, মোটা কাপড়, মানুষ হবার মতো শিক্ষা, মাথাগোঁজার মতো একটুখানি বাসা, কর্মঠ থাকার জন্য উপযুক্ত স্বাস্থ্য। এবং যে দল এইটুকু দিতে পার্‌বেন ব'লে আমাদের মনে হবে, শুধু বক্তৃতায় না বিভ্রান্ত হ'য়ে, আমরা সেই

দলকেই আহ্বান জানাবো আগামী নির্বাচনে গদীতে বস্‌বার জন্য, ভবিষ্যতের সামান্য একটু আশা নিয়ে। তা মিল্‌বে কি না সেটা পরের কথা।

এই সব কথা চিন্তা ক'রেই, বিভ্রান্ত না হ'য়ে, আগামী নির্বাচনে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্থির করাকেই আমরা অবশ্য কর্তব্য ব'লে মনে করি।

আর-এস্-পি নির্বাচনী অভিযান সুরু

জঙ্গীপুর মহকুমার সাগরদীঘি, সুতী ও জঙ্গীপুর কেন্দ্রে এবং জঙ্গীপুর লোকসভা আসনে আর-এস্-পি দল আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী সাগরদীঘির, ১২ই ফেব্রুয়ারী সুতীর এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী জঙ্গীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের আর-এস্-পি কর্মী ও পার্টি সমর্থকদের সভায় লোকসভার প্রার্থী বরুণ রায়, বিধানসভার প্রার্থী জয়চাঁদ দাস, (সাগরদীঘি) আবদুল হক (জঙ্গীপুর) ও শিস্ মহম্মদ (সুতী) এবং শিবু সান্যাল, বীরেন চৌধুরী ও অ[illegible]ক চ্যাটার্জী নির্বাচনী কলা কৌশল বিশ্লেষণ করেন। সভাগুলিতে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

নরনারায়ণ সেবা

রঘুনাথগঞ্জ বালক সমিতির পূজা কমিটির উদ্যোক্তাগণ সরস্বতী পূজার সংগৃহীত অর্থের দ্বারা গত ১০ই ফেব্রুয়ারী এক নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করেন। কয়েক হাজার দুঃস্থ লোককে ভোজন করান হয়। আমরা এই সৎ প্রচেষ্টার জন্য উদ্যোক্তাগণকে ধন্যবাদ জানাই।

জেলা শিক্ষা দপ্তরের আমলাচক্রের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রাথমিক শিক্ষকদের ২৪ ঘণ্টার গণ-অবস্থান

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের সুযোগে জেলা শিক্ষা দপ্তরের আমলাদের যে স্বেচ্ছাচার চলছে—শিক্ষকদের নানা দাবীর ক্ষেত্রে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করা হচ্ছে না। নূতন নিয়োগ, স্কুল মঞ্জুরী ও কর্মরত শিক্ষকদের নিয়োগ, বহিরাগতদের ট্রেনিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা দুর্নীতি চলছে, এ ছাড়া শিক্ষক-ঐক্য বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টায় আমলাচক্র ও বিশেষ করে জেলা স্কুল পরিদর্শক পাল্টা সংগঠনগুলির সাথে যে হীন চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছেন তার বিরুদ্ধে ব্যাপক চাপ সৃষ্টির জন্য গত ১০ই ফেব্রুয়ারী নিঃ বঃ শিঃ সমিতির জেলা শাখার উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষকগণ জেলা শিক্ষাদপ্তরে বিক্ষোভ মিছিলসহ ২৪ ঘণ্টা গণ-অবস্থান পালন করেন। জেলা স্কুল পরিদর্শক আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েও বিভেদপন্থী সংগঠনগুলির সাথে চক্রান্তের অভিযোগকে ব্যক্তিগত আক্রমণের অজুহাতে সরকার অনুমোদিত এই সমিতির সঙ্গে আলোচনা চালাতে অস্বীকার করেন। সমিতির পক্ষ হতে ডি, আই এর এ কাজের সক্ষোভ প্রতিবাদ জানান হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমূহের সমন্বয় কমিটি, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, হাসপাতাল আয়া সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি সংগঠন মিছিল করে গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের সংগ্রামে সমর্থন ও ডি, আই এর অগণতান্ত্রিক কাজে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ১২ই জুলাই কমিটির অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি প্রভৃতির পক্ষ হতেও সমিতিকে অভিনন্দন জানান হয়। প্রবীণ প্রাথমিক শিক্ষক নেতা নওদা কেন্দ্রের ইউ, এল, এফ প্রার্থী ফয়েজুদ্দীন, লালগোলা কেন্দ্রের ইউ, এল, এফ প্রার্থী অধ্যাপক মুজিবর রহমান ও জেলার মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য ও বহরমপুর কেন্দ্রের ইউ, এল, এফ প্রার্থী প্রাণরঞ্জন চৌধুরী এ সংগ্রাম সমর্থন করেন। রাজ্য সরকারী সমন্বয় কমিটি, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী সমন্বয় কমিটি, ছাত্র ফেডারেশন, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ও আয়া সমিতির পক্ষ হ'তে যথাক্রমে বিনয় ভৌমিক, প্রশান্ত চৌধুরী, গৌতম রায় চৌধুরী, সুনীতি বিশ্বাস, ঝর্ণা রায়, ও যশোদা দাস বক্তব্য রাখেন। বক্তারা এই আমলা-তন্ত্রের স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধ করতে হ'লে আসন্ন নির্বাচনে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টকে সমর্থনের আহ্বান দেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী বৈকালে এক বিরাট মিছিল অনুরূপ বক্তব্যের ধ্বনিসহ বহরমপুর শহর পরিক্রমা করে।

—সংবাদদাতা